কালের কণ্ঠ

তারিখ 30 OCT 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

নেত্রীর বিরুদ্ধে ছাত্রীকে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ছাত্রলীগের নেত্রীর বিরুদ্ধে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীকে র‍্যাগ (রসিকতার নামে অত্যাচার) দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত ২৫ অক্টোবর রাতে প্রীতিলতা হলের প্রথম বর্ষের ওই মেয়েকে ৩২২ নম্বর কক্ষে ডেকে ঘটনা প্রকাশ না করতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। ওই মেয়ে গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

ওই ছাত্রী (নাম প্রকাশ করা হচ্ছে না) বেশ কিছুদিন ধরে হলে র‍্যাগিংয়ের শিকার হচ্ছেন জানিয়ে বলেন, 'গত ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় প্রীতিলতা হলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যক্রম চলার একপর্যায়ে হল প্রাধ্যক্ষ সাধারণ শিক্ষার্থীদের কোনো অভিযোগ আছে কি না তা জানতে চান। আমি র‍্যাগিংয়ের বিষয়টি তুলে ধরি এবং কয়েকজনের দ্বারা অপমান ও দীর্ঘদিন ধরে ডিপ্রেশনসহ নানা মানসিক সমস্যার কথা জানাই। সভা শেষে প্রীতিলতা হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি স্বপ্না আক্তার (ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগ, ৪০তম আবর্তন) তিনতলায় গণরুমের পাশের কক্ষে আমাকে ডাকেন। নানা রকম ভয়ভীতি দেখান ও হুমকি দেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর বান্ধবী এশা, তনুজা (লোকপ্রশাসন)। তাঁরাও আমাকে অপমানজনক কথা বলেছেন। বলেছেন, প্রতিবাদ করে কোনো লাভ হবে না। উল্টো আমাকে হল ছেড়ে যেতে হবে। এমনকি হলের সহপাঠীরাও তাঁদের ভয়ে সাহায্য করবে না।' অভিযোগপত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'এই পরিস্থিতিতে বিষয়টি সঠিক তদন্তপূর্বক যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ করছি।'

র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন প্রীতিলতা হল শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি স্বপ্না আক্তার, তাঁর বান্ধবী এশা ও তনুজা। স্বপ্না আক্তার বলেন, 'ছোট বোন আমার বিরুদ্ধে র‍্যাগিংয়ের যে অভিযোগ করেছে তা সত্য নয়। আসলে এ ধরনের কোনো ঘটনাই সেদিন ঘটেনি। আমি বরং রুমে ডেকে ওকে বুঝিয়েছি। ওর আর আমার বাসা একই জেলায়। ওকে আমিই হলে উঠিয়ে থাকার বন্দোবস্ত করেছি। ওকে র‍্যাগ দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।'

এ বিষয়ে জাবি উপাচার্য ড. ফারজানা ইসলাম বলেন, 'মেয়েটির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমি ওর অভিযোগ শুনেছি। র‍্যাগের বিরুদ্ধে আমাদের কঠোর অবস্থান প্রথম থেকেই। সার্বিকভাবে বিষয়টি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'